বাংলাদেশ দূতাবাস
এথেন্স

প্রেস রিলিজ

০৭ অক্টোবর ২০১৬

গ্রীসের ঐতিহাসিক দ্বীপ ক্রীতির গর্ভনর ও মেয়রের সাথে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের বৈঠক।

গ্রীসে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জসীম উদ্দিন গ্রীসের ঐতিহাসিক দ্বীপ ক্রীতির গর্ভনর স্টাভরোস আরনাওটাকিসের সাথে আজ সকালে এক বৈঠকে মিলিত হন। এ বৈঠকে গর্ভনর ও রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের সাথে ক্রীতি দ্বীপের সম্ভাব্য সহযোগিতার বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করেন। গর্ভনর দপ্তরে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে পর্যটন, শিক্ষা এবং ক্রীতিতে বসবারত প্রবাসী বাংলাদেশীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি প্রাধান্য পায়। বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার সরকারের পরিকল্পনার কথা গর্ভনরকে অবহিত করেন। গর্ভনর স্টাভরোস পর্যটন বিষয়ে ক্রীতি দ্বীপের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে রাষ্ট্রদূতকে তুলে ধরেন। রাষ্ট্রদূত পর্যটন বিষয়ে বাংলাদেশের গভীর আগ্রহের কথা উল্লেখ করে ক্রীতি দ্বীপের অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প সমৃদ্ধ হতে পারে বলেও মন্তব্য করেন। এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও তথ্য বিনিময়ের উপরে তিনি জোর দেন। ক্রীতি দ্বীপে অবস্থিত প্রবাসী বাংলাদেশীদের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত গর্ভনরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশীরা শুধুমাত্র বাংলাদেশই নয়, গ্রীসের অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। গর্ভনর স্টাভরোস রাষ্ট্রদূতকে এ বিষয়ে সবধরণের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

একই দিন সকালে ক্রীতি দ্বীপের রাজধানী হেরাক্লিয়নের মেয়র ভাসিলিস লাবরিনোস এর সাথে সাক্ষাৎ কালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ক্রীতি দ্বীপে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি উল্লেখ্য করে এ বিষয়ে মেয়রের ইতিবাচক ভূমিকার প্রশংসা করেন। মেয়র প্রবাসী বাংলাদেশীদের সম্পর্কে বলেন, বাংলাদেশীরা পরিশ্রমী এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তিনি প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রতি সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে রাষ্ট্রদূতকে আশ্বস্ত করেন। এছাড়া উভয়পক্ষ পর্যটনসহ সম্ভাব্য অন্যান্য বিষয়ে সহযোগিতা নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন। এসময় বাংলাদেশের দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব সুজন দেবনাথ এবং ক্রীতি দ্বীপের গর্ভনর ও মেয়রের অফিসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ক্রীতি দ্বীপের স্থানীয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে বৈঠক ছাড়াও বাংলাদেশ দূতাবাস 'ভ্রাম্যমান কন্স্যুলার সেবা' কর্মসূচির আওতায় ক্রীতি দ্বীপে বসবাসরত প্রবাসীদের কন্স্যুলার সেবা প্রদান করে। এ সময়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত প্রবাসী বাংলাদেশীদের সাথে তাঁদের সমস্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন।